## জানুয়ারী ২০১৯ খ্রি: এনজিও সমন্বয় সভার রেজুলেশান জেলা প্রশাসকের কার্যালয়,কক্সবাজার।

গতকাল ২৮ জানুয়ারী সকাল ১১.০০টায় কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জানুয়ারী মাসের এনজিও সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সমন্বয় সভায় সভাপতিত্ব করেছেন জেলা প্রশাসক জনাব, মো: কামাল হোসেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণ, জেলা প্রশাসনের মেজিস্ট্রেটগণ, জেলা দূর্যোগ কর্মকর্তা, ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা, দক্ষিন বন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত বনকর্মকর্তা,জেলা আওয়ামিলীগের সাধারন সম্পাদক জনাব,মুজিবুর রহমান এবং জেলা জাসদের সভাপতি নাঈমুল ইসলাম টুটুল সহ সকল এনজিওর প্রতিনিধিগণ।

*ছবিঃ মাসিক এনজিও সমন্বয় সভার জানুয়ারী ২০১৯খ্রি:*

## সভার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. এনজিও ভিত্তিক রোহিঙ্গা আগমনের পর থেকে স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্টির জন্য কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে তার একটি প্রতিবেদন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে প্রেরণ করতে হবে। এই বিষয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এনজিওদেরকে একটি ফরমেট ইমেইলে প্রেরণ করবেন।

২. স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্টির জন্য ২৫%-৩০% অবশ্যই বরাদ্দ রাখতে হবে এনজিওদেরকে।

৩. প্রতিটি এনজিওকে অবশ্যই স্থানীয় উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে কাজ করতে হবে। স্থানীয় উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয়হীনতা কোন ভাবে মেনে নেওয়া হবেনা বলে জানান জেলা প্রশাসক মহোদয়।

৪. উসকানী মূলক কিংবা সরকার বিরোধী কোন কর্মকান্ড ক্যাম্পে করা যাবেনা। যদি এই ধরনের কর্মকান্ড কোন এনজিও করে তাহলে সংশ্লিষ্ট এনজিও এর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে বলে জেলা প্রশাসক হুশিয়ারী দেন।

৫. ক্যাম্পে শিক্ষাথীদের মধ্যে কোন ভাবে বাংলা পড়ানো যাবেনা। কিছু এনজিও ক্যাম্পে শিক্ষাথীদের মাঝে নিষেধ করা স্বত্ত্বেও বাংলা পড়াচ্ছেন বলে জানান। ভবিষ্যতে এই ধরনের কর্মকান্ড হতে বিরত থাকার জন্য এনজিওদের প্রতি অনুরোধ জানানো হয় এবং পরবতীতে বাংলা পড়ানোর প্রমান পাওয়া গেলে সে সমস্ত এনজিও সকল কার্যক্রম বন্ধ করা হবে বলে জানান জেলা প্রশাসক।

৬. প্রতিটি এনজিওর রোহিঙ্গা কর্মকান্ডে কর্মরত স্টাফদের তালিকা জেলা প্রশাসন বরাবরে জমা দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই বিষয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক একটি ফরমেট প্রদান করবেন বলে জানান।

৭. সকল ধরনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কক্সবাজারের স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ এবং জেলা ও উপজেলার প্রকল্প অফিসের নোটিশ বোর্ডে টানানোর জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন জেলা প্রশাসক।

৮. বনবিভাগের জমিতে যে সকল লোকজন বসবাস করে সে সকল লোকজনকে লোন কিংবা এনজিওর কোন সেবা প্রদান করা হতে বিরত থাকার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৯. রোহিঙ্গা মানবিক কর্মকান্ডের উপরে জেলা প্রশাসন একটি প্রকাশনা বের করবে বলে জানান। সেই ক্ষেত্রে এনজিওদেরকে তাদের কর্মকান্ডের উপর এক পাতার ছবি সহ একটি প্রতিবেদন ০৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ খ্রিঃ মধ্যে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বরাবরে জমা দিতে বলা হয়।

১০. রোহিঙ্গাদেরকে আয়-বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে না জড়ানোর জন্য জেলা প্রশাসক অনুরোধ জানান। জেলা প্রশাসক বলেন রোহিঙ্গাদেরকে আয়-বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে জড়ানোর ফলে তারা প্রত্যাবাসনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে।

১১. স্থানীয় আন্দোলনকারীরা জেলা প্রশাসক বরাবরে ৫০০ বায়োডাটা জমা দিয়েছেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এনজিওদের সাথে আগামী তিনদিনের মধ্যে বসে তাদের চাকরির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করবেন বলে জানান।

১২. স্থানীয়দের চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্যতা শিথিল করার জন্য এনজিওদের প্রতি অনুরোধ জানানো হয় এবং ছাটাই করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য বলা হয়। কোন প্রকল্প শেষ হয়ে গেলে নতুন কোন প্রকল্প আসলে পুরাতন কর্মীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য জেলা প্রশাসক অনুরোধ জানান।

১৩. জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে একটি হোয়াটসআপ গ্রুফ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যেখানে সকল এনজিও কর্মী যুক্ত থাকবেন এবং সকল তথ্য এই গ্রুফে শেয়ার করা হবে।

১৪. কোন বিদেশী আসলে কোথায় থাকবে তার বিস্তারিত বিবরণ ইয়ারপোর্টে নেওয়া হয় কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে থাকার কথা যেখানে সেখানে না থেকে অন্য জায়গায় স্থান পরিবর্তন করা হচ্ছে যার ফলে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষে মনিটরিং করা কঠিন হয়ে পড়ছে বলে জানান ডিবি অফিসের কর্মকর্তা। তিনি এই বিষয়ে সকল এনজিওর সহযোগিতা কামনা করেন।

১৫. জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে একটি অভিযোগ বক্স বসানোর জন্য অনুরোধ জানানো হয় সভার পক্ষ হতে। এনজিওরা যেন কোন অভিযোগ থাকলে নির্বিঘ্নে জানাতে পারেন।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভার সভাপতি জেলা প্রশাসক মহোদয় উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি করেন।

**প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী**

জাহাঙ্গীর আলম

আঞ্চলিক টিম লিডার।

কোস্ট ট্রাস্ট ,কক্সবাজার অঞ্চল।

মোবাইল নাম্বার- ০১৭১৩-৩২৮৮২৭।